Coastal Child

where education is a luxury!

Coastal Child

Where education is a luxury!

From work to school: education, training and protection for children in hazardous child labor in the coastal areas of Bangladesh project in 2022 at a glance

In the implementation of Uttaran under child labor elimination project funded by ADEY and Educo-Bangladesh from 2021 onwards in 04 communities in Shyamnagar of Satkhira district as a coastal area is working to connect children involved with fish farming with mainstream education and enjoying better livelihood through light technical work.

There are 4 bridge schools in 4 communities where 350 children involved with shrimp and crab farms are receiving regular primary education.Regular meetings with the children's parent and community people have sensitized them.04communitybasedchild labor monitoring committee established and functional at community level.84 members of the committee (21 in each committee) are playing effective role to reduce hazardous child labor at community level.

So far 100 children between the age of 14 to 17 years have received technicaltraining in these 3 trades: tailoring, electronics and mobile servicing and diesel, petrol engine mechanics.Among them 39 are working in tailoring, 10 in diesel and petrol engine repair and 15 in mobile servicing.Out of 350 children, 119 children are not engaged in any kind of labor they are fullyinvolved with education.29 children from Bridge School are now studying in Government Schools and Madrasa.

Table of Content

1.	Tasfia Parvin is a successful entrepreneur	4-5
2.	Sabbir Hossain wants to become a big businessman by getting education	6-7
3.	Rakibul loves to read	8-9
4.	Naim Hossain returned from work to school	10-11
5.	Mokaram Billah was admitted to technical schools and college through vocational training	12-13
6.	Jannatul Naim Mim wants to be a successful entrepreneur	14-15
7.	Fatema Khatun hopes to become a teacher by pursuing education	16-17
8.	Khalid Hasan wants to continue his education	18-19
9.	Tahanuzzaman is now studying in Government Primary School from Bridge School	20-21

Published by
Uttaran

Funded by
ADEY & Education and Development
Foundation-Educo Bangladesh

Coordinated by
Nazma Akter

Study period
January 2022 - November 2022

Photographer
SM Anisur Rahman
Alok Kumar Paul

Design and printed by
Graphics Dream

Tasfia Parvin
is a successful entrepreneur

Shyamnagar is the largest Upazila in Bangladesh. Tasfia Parvin was born 17 years ago in June 2005 in Mathurapur village of Munshiganj union under this upazila. Her father Taibur Rahman's is dependent on Sundarbans for livelihood and her mother is a housewife. She resides in the government's nine decimal Khas property with her parents and other three siblings.

Out of the four siblings, Tasfia Parvin is the oldest. Due to her family's extreme poverty, she was only able to complete her schooling up to class 9. Then, to help her family, she started fishing and crabbing in the river. Her parents were continually attempting to marry her off, but Tasfia never consented. In 2021, she started attending the Bridge school for working children in Munshiganj, which was established by Uttaran and supported by the donor organization Educo.

She was able to complete her three months of tailoring training with Uttaran's assistance. Additionally, she received various tailoring materials, such as fabrics and other supplies, which piqued her interest in her work. She borrowed Taka 50,000 from the microcredit organization SDF and NGF in the name of her mother after finishing the training to launch her own business. Using the loan, she bought a sewing machine for BDT 7000 and spent the rest 41,000 BDT on fabrics. Currently, she is earning BDT 3000 per month from her tailoring business and as a result, she is no longer financially dependent on her father and has resumed her education. She is now in class 10. Tasfia desires to engage in tailoring in future in addition to her academic pursuits. Her dream is to become a qualified tailoring trainer and support the education of her younger siblings in the future.

একজন সফল উদ্যোক্তা
তাসফিয়া পারভীন

বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ উপজেলা শ্যামনগর। ১৭ বছর আগে ২০০৫ সালের জুন মাসে এই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাসফিয়া। তার বাবা তৈয়বুর রহমানের জীবিকা সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল এবং মা একজন গৃহীনি। সরকারের ৯ শতক খাস জমিতে বাবা,মা এবং ৪ ভাই বোন মিলে তাদের ৬ জনের বসবাস ।

৪ ভাইবোনের মধ্যে তাসফিয়া পারভীন সবার বড়। নবম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ার পর পরিবারের চরম দারিদ্রতার কারনে পড়ালেখা নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়নি তার। সে তার পরিবারকে সহযোগীতার জন্য নদীতে মাছ এবং কাকড়া ধরা শুরু করে। বাবা মা তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু তাসফিয়া কোন ভাবেই বিয়ে করতে রাজি হয়না।

২০২১ সালে এডুকোর আর্থিক সহায়তায় উত্তরণ মুন্সিগঞ্জ ব্রিজ স্কুল তৈরী করলে তাসফিয়া সেখানে যুক্ত হয়। এরপর উত্তরণ এর সহায়তায় ৩ মাস মেয়াদী টেইলরিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে এখান থেকে কাপড় সহ কিছু উপকরণ পাওয়াতে তার কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষনের দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নওয়াবেকী গণমুখী ফাউন্ডেশন ও এসডিএফ থেকে তার মায়ের নামে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সেই ঋনের টাকা থেকে ৭০০০/- টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন এবং ৪১,০০০/- টাকা দিয়ে কাপড় ক্রয় করে বাড়িতে বসে ব্যবস্থা শুরু করে।

বর্তমানে সে তার টেইলরিং ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০/- টাকা আয় করছে। টেইলরিং ব্যবসা করার কারনে তাসফিয়া তার বাবার আয়ের উপর আর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের আয়ের উপর নির্ভর করে পূনরায় লেখাপড়া শুরু করেছে। বর্তমানে সে ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে। তাসফিয়া নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি টেইলরিং এর কাজটাও ভালোভাবে করে যেতে চায়। ভবিষ্যতে ছোট ভাইবোনদেরকে লেখাপড়ায় সহযোগীতা করা এবং নিজেকে একজন ভালো প্রশিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে তাসফিয়া।

Sabbir Hossain
wants to become a big businessman by getting education

Sabbir Hossain is a student of class 4 at Burigoalini Bridge School of Shyamnagar. He is 14 years old. His family consists of parents and three brothers. His mother was a homemaker, his father worked as a fisherman in the Sundarbans, and his older brother worked at a crab point. With the help of the father and brother's salary, the family is managing reasonably well. Even though the family hassome needs, there weren't many issues. The eldest brother never attended school or studied. Among the brothers, Sabbir is second. At the age of 7, he was enrolled in Kalbari Government Primary School. Everything was going well.

In 2018, while fishing in the Sundarbans, Sabbir's father Kamrul Islam was attacked by forest bandits and because of the bandits' torture, he suffered a fractured backbone and became disabled. He was freed after a ransom of BDT 2 lakh was paid. As the family had no savings, they had toborrow money for ransom. Burdened with such a huge loan, the elder brother started working in brick field along with crab point. Sabbir also started working at crab point at a rate of 25 BDT per hour and attending school was a no longer an option for him. Additionally, theschool was very far from his home.So even if he wanted to, he didn't have the time to travel to a school so far from home. This situation went on for about four years.Meanwhile, COVID-19 caused the family's income to stop again.

When the COVID situation improved in 2021, Sabbir and his brother started working again.At this time, the Uttaran NGO established the Bridge school for working children near Sabbir's house, and he was admitted to class 4 of this school. His younger sibling is in the second grade of this school. Although Sabbir is very interested in studying and makes time for school, his family's situation is still too bad for him to stop workingaltogether and devote himself entirely to study.

His father is now much better because of extensive treatment. So, he occasionally engages infishing and some otherlight works. The burden of the loan has been reduced because of the joint effort of Sabbir and his older brother. Sabbir now regularly attends school after cutting his daily work time by two hours. He wants to study and become a big businessman. His parents also understand the need for education to do good business. So, they want this bridge school to run for a long time so that their children can get a good education. Sabbir's parents expressed their gratitude to Uttaran and Educo as their son could return to education because of the school they built and support they provided.

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বড় ব্যবসায়ী হতে চায়
সাব্বির হোসেন

শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ব্রিজ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির হোসেন। বয়স ১৪ বছর। বাবা মা ও তিন ভাইয়ের সংসার তাদের। বাবা সুন্দরবনের মধ্যে মাছ ধরত,বড় ভাই কাকড়ার পয়েন্টে কাজ করত এবং মা ছিল গৃহীনি। বাবা ও ভাইয়ের আয় দিয়ে মোটামুটি ভালভাবে সংসার চলত। তাদের পরিবারে অভাব থাকলেও খুব বেশী সমস্যা ছিলনা । বড় ভাই কখনও লেখাপড়া করেনি। সাবিবর ছিল ভাইদের মধ্যে ২য়। তাকে ৭ বছর বয়সে কলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় । সবকিছু ভালই চলছিল।

২০১৮ সালে সাব্বিরের বাবা কামরুল ইসলাম সুন্দরবনের মধ্যে মাছ ধরার সময় বনদস্যুর কবলে পড়ে। বনদস্যুর নির্যাতনে তার কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায়। ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপন দিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরিবারের কোন সঞ্চয় না থাকায় সম্পূর্ন ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার বাবাকে তারা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বাবা হয়ে যায় প্রতিবন্ধি। এতবড় ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বড় ভাই ইট ভাটায় ও কাকড়ার পয়েন্টে কাজ করে। সাব্বির ও কাকড়ার পয়েন্টে ২৫ টাকা ঘন্টায় কাজ শুরু করে। লেখাপড়া করার আর সময় থাকল না। বাড়ি থেকে স্কুল অনেক দূরে তাই ইচ্ছা থাকলেও এত দুরের স্কুলে যাওয়ার সময় হয়না। এভাবে চলে প্রায় চার বছর।

এর মধ্যে কোভিড-১৯ এর কারনে পরিবারের আয় আবার থেমে যায়। ২০২১ সালে কোভিড এর পরিস্থিতি ভালো হলে তারা আবার কাজ শুরু করে। ঠিক এই সময় শ্রমজীবি শিশুদের জন্য উত্তরণ সংস্থা সাব্বিরের বাড়ির পাশে ব্রিজ স্কুল তৈরী করলে সে এই স্কুলের ৪ র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তার ছোট ভাই ব্রিজ স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পড়ে। সাব্বিরের লেখাপড়ার প্রতি খুব আগ্রহ তাই সে স্কুলের সময়টা বাচিয়ে স্কুলে চলে আসে কিন্তু পরিবারের অবস্থা এখনও এতবেশী খারাপ যে সম্পুর্ণ কাজ বন্ধ করে পুরোপুরি লেখাপড়ায় যোগ দেওয়ার মত আবস্থা তাদের হয়নি।

দীর্ঘদিন চিকিৎসার ফলে তার বাবা এখন অনেক সুস্থ হয়েছে। মাঝে মাঝে মাছ ধরে এবং হালকা কোন কাজ করে। বড় ভাই ও সাব্বির যৌথভাবে কঠিন পরিশ্রমের ফলে ঋণের বোঝা এখন হালকা হয়েছে। তাই সাব্বির প্রতিদিন ২ ঘন্টা কাজ কম করে নিয়মিত স্কুলে আসছে। সাব্বির লেখাপড়া করে বড় ব্যবসায়ী হতে চায়। তার বাবা মা ও বুঝেছে ভালো ব্যবসা করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তাই তারা চায় এই ব্রিজ স্কুল দীর্ঘদিন চলুক এবং তাদের সন্তানেরা ভালোভাবে শিক্ষা অর্জন করুক। সাব্বির আবার শিক্ষা মূখী হওয়ার কারনে তার বাবা মা উত্তরণ ও এডুকোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Rakibul
loves to read

Rakibul Alam wants to continue his education along with his vegetable business. He is 15 years old and lives with his family in Shyamnagar Upazila of Satkhira District. His father is a day laborer and his mother is a vegetable seller. One of his brothers died while working in brick field and now there are two brothers and two sisters in his family. Due to having a large familywhich could not be supported bythe very poor income of his day laborer father, Rakibul dropped out of school after class 4 and started working. Sometimes he went to work as a day laborer with his father and sometimes he soldvegetables with his mother. After selling vegetables for a while, Rakibul developed a better understanding of vegetable business, and so her mother started spending less time on it leaving the responsibility to Rakibul and he became totally engaged in it. He used to leave his house at the crack of dawn to get vegetables from Moutola market, which is about 20 kilometers away from his house. He drove the battery van himself, bought vegetables from the market and then sold them at Kashimari market. Vegetable sales bring in between 2500 and 3000 taka per month for him.He had completely forgotten about education doing this business. But when the Child Labor Elimination Project opened the Bridge School in hisarea in 2021, Rakibul enrolled in class 4 there and was able to resume his studies. He didn't resume his study in the government school previously, as he used to feel awkward being older than the other pupils in the class. But in the bridge school, he doesn't feel that way because there are many more students here who are just like him. As his family is poor, they must still keep the vegetable business running. So, when Rakibul is in school, his mother takes this responsibility, and after school he takes the responsibility from his mother. Even after completing bridge school, Rakibul wishes to attend a school regularly as he loves to study. He is dedicated to regularizing his education because he feels that learning can help him become a successful businessman.

পড়তে ভালোবাসে
রাকিবুল

সবজি ব্যবসার পাশাপাশি নিয়মিত লেখাপড়া করতে চায় রাকিবুল আলম। বাবা দিনমজুর,মা সবজি ব্যবসায়ী,এক ভাই ইটভাটার কাজ করতে যেয়ে মারা গিয়েছে এখন আছে দুই ভাই ও দুই বোন। রাকিবুলের বয়স ১৫ বছর। সে তার পরিবারের সকলের সাথে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাতে বসবাস করে।

দিনমজুর পিতার পবিবাওে সদস্যসংখ্যা বেশী হওয়ার কারনে রাকিবুল নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আর লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। মাঝে মাঝে বাবার সাথে মজুরি দিতে যাওয়া আবার মাঝে মাঝে মায়ের সাথে সবজি বিক্রয় করা হয় তার কাজ।

মায়ের সাথে থেকে সবজি ব্যবসা ভালো বুঝতে পারার কারনে মা এখন সময় কম দেয় এবং রাকিবুল পুরোপুরি ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভোর ৫ টার আগে উঠে বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দুরে মৌতলা বাজার থেকে সবজি কিনে নিজে ব্যাটারি ভ্যান চালিয়ে নিয়ে কাশিমাড়ি বাজারে সেই সবজি বিক্রয় করে। এভাবে চলতে থাকে তার সবজি ক্রয় এবং বিক্রয়ের কাজ। সবজি বিক্রয় করে সে মাসে ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা আয় করে। সে লেখাপড়া কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালে যখন তাদের এলাকায় শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প শুরু হয় তখন রাকিবুল কাশিমাড়ী ব্রিজ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এই স্কুল তৈরীর ফলে রাকিবুল আবার লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বড় হয়ে যাওয়ার কারনে সে সরকারী স্কুলে যেতে লজ্জা বোধ করত। কিন্তু ব্রিজ স্কুলে আসতে সে কোন লজ্জা বোধ করেনা কারন এখানে তার মত আরও অনেকেই লেখাপড়া করে। তার পরিবার দরিদ্র হওয়ার কারনে তাকে সবজি ব্যবসা করতে হয় তাই স্কুল চলাকালীন সে তার মায়ের কাছে সবজি বিক্রয়ের দায়িত্ব দিয়ে স্কুলে আসে। স্কুল থেকে ফিরে আবার ব্যবসা শুরু করে।

ব্রিজ স্কুল শেষ হওয়ার পরও রাকিবুল নিয়মিত স্কুলে যেতে চায়। সে পড়তে ভালোবাসে। সে বিশ্বাস করে লেখাপড়া শিখলে একজন ভালো ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব তাই সে তার লেখাপড়া নিয়মিতকরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Naim Hossain
Returned from work to school

Md. Naim Hossain is 12 years old; helives in thePor-akatla village of Burigoalini union. He is the oldest of the two kids of his parents and his father is a day laborer.His mother is a housewife, but she raises goats to help the family's finances. The family has to spend a significant amount of money each month on the treatment of the elderly and ill grandmother.

Naim's parents enrolled him in Kalbari Government Primary School when he was 6 years old. He was a regular student who performed well, but after finishing the fourth grade, he lost interest in academ-ics. Naim joined his father on his fishing trips and started constructing the crab point. His parents also neglected to send him to school regularly because of how far the school was from their house. Besides, there was a considerable lack of awareness among them. Naim completely discontinued his education as a result. During fishing season, he used to catch fish in the river, while at other times, he worked at crab points. He received a 4000 taka of monthly wage for his work at Crab Point.Even though he was very young, his parents did not stop him from working because hisincomewas substantial.

Then through Uttaran, after an education program for dropouts and working children was started, Naim enrolled in Burigoalini Bridge School in class 4th. But he did not attend school regularly because he was too interested in money.However, since the school was nearhis house, the teacher and child protection committee members talked to his parents and requested them to send Naim to school regularly.Moreover, seeing that many others like himwent to the bridge school to study and being encouraged by his parents, Naim started coming to the bridge school regularly. He now forgets about income and concentrates completely on his studies.Faruk Morol, Naim's father, declared that he would not permit his son to work any longer, despite the difficulties. He hopes that Naim will study regularly and become a better person in the future. Naim is also making progress toward his goal of going to college. The teachers at the bridge school and Naim's parents hope that in 2023 Naim will be admitted back into a regular school and continuehis further educa-tion.

কাজ থেকে স্কুলে ফিরে এলো নাইম হোসেন

মোঃ নাইম হোসেন বাস করে বুড়িগোয়ালিনি ইউনিয়নের পোড়াকাটলা গ্রামে। বয়স ১২ বছর চলছে। দিনমজুর বাবার দুইজন ছেলেমেয়ের মধ্যে নাইম বড়। মা গৃহিনী তারপরও ছাগল পালন করে সংসারে আয় বৃদ্ধির জন্য সহযোগীতা করে। পরিবারে আছে বৃদ্ধ এবং অসুস্থ দাদী তার চিকিৎসার জন্য মাসে অনেক টাকা ব্যয় হয়।

নাইমের বয়স যখন ৬ বছর তখন তার বাবা মা তাকে কলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয় । সে নিয়মিত স্কুলে যেত এবং ভালোভাবে লেখাপড়া করত কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ন হওয়ার পর লেখাপড়ার প্রতি অমনে-াযোগী হয়ে পড়ে। বাবা নদীতে মাছ ধরতে যায় নাইমও বাবার সাথে নদীতে মাছ ধরতে যায় এবং কাকড়ার পয়েন্টে যাওয়া শুরু করে। বাড়ি থেকে বিদ্যালয় অনেক দুরে হওয়ার কারনে বাবা মা ও নিয়মিত তাকে স্কুলে পাঠাতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বাবা মায়ের ভিতরে সচেতনতারও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। ফলে নাইম পুরোপুরি শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে। সে মাছের সিজনে নদীতে মাছ ধরে এবং অন্য সময়ে কাকড়ার পয়েন্টে কাজ করে। কাকড়ার পয়েন্টে কাজ করে মাসে ৪০০০ টাকা মজুরি পায়। সে ছোট মানুষ হলেও আয়টা বড় দেখে তার বাবা মা তাকে কাজ বন্ধ করার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনা।

এরপর উত্তরণ এর মাধ্যমে শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া ও শ্রমজীবি শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করার পর নাইম বুড়িগোয়ালিনি ব্রিজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয় কিন্তু নিয়মিত স্কুলে আসেনা কারন তার টাকার প্রতি আগ্রহ খুব বেশী ছিল। তবে বাড়ির পাশে স্কুল হওয়ার কারনে শিক্ষক ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা তার বাবা মায়ের সাথে কথা বলে নিয়মিত নাইমকে স্কুলে পাঠাতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া নাইমের মত আরও অনেকেই এই ব্রিজ স্কুলে এসে লেখাপড়া করছে সেটি দেখে এবং তার বাবা মায়ের অনুপ্রেরনাই নাইম আবার নিয়মিত ব্রিজ স্কুলে আসা শুরু করে।

সে এখন আয়ের কথা ভূলে পুরোপুরি লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হয়েছে ।

নাইমের বাবা ফারুক মোড়ল বলেন আমার যতই কষ্ট হোক আমি ছেলেকে আর কাজ করতে দেব না । সে নিয়মিত লেখাপড়া শিখুক এবং ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক এই ইচ্ছা পোষন করেন তিনি। নাইম ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রিজ স্কুলের শিক্ষক ও নাইমের বাবা মায়ের ইচ্ছা আগামী ২০২৩ সালে নাইম আবার মুলশ্রোত ধারার স্কুলে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার পথে এগিয়ে চলুক।

Mokaram Billah

was admitted to technical schools and college through vocational training

Mokaram Billah lives with his parents in Porakatla village of Burigoalini union, Shyamnagar upazila. He is 17 years old. His father Abdul barik is a bicycle mechanic and mother Mst Masura Begum is a homemaker. Mokaram, who was raised on the banks of the Kholpetua River, enrolled in class IX at Shyamnagar Government Technical School and College with the aid of CBCPC members to pursue a higher degree and receive training in electronic and mobile servicing.Due to familial hardship, Mukaram stopped school after completing eighth grade and started working at his father's bicycle repair shop and going fishing in the river. When Uttaran began an education and technical training program for dropout children and children who are involved hazardous work in 2021 with funding from Educo Bangladesh to implement the child labor elimination project, Mokaram expressed interest in enrolling in the bridge school and participated in the technical training.After receiving training in electronics and mobile servicing, Mokaram Billah started to climb the ladder of success. After completing the training program, Mokaram realizes if he acquires such skills well, he would be able to get great opportunities in the future and enrolling in technical school and college is necessary for him to gain these skills and be able to take advantage of the opportunities in the future. Despite financial difficulties, his father and older brother can support the family fairly by fixing vans and bicycles. He therefore discusses his interest in education with his parents and the teacher at the bridge school. Mokaram was accepted into the class of IX at Shyamnagar Technical School and College by the teacher at Bridge School with the assistance of the members of the child protection committee.

He is overjoyed to have been accepted to technical school and college. His career goal is to become anelectronic engineer. He believes that he has the chance to climb the ladder of his dream thanks to the cooperation of Uttaran and Educo Bangladesh. "I believe that if other children who are dropouts and are involved in dangerous work get connected with this kind of technical education, it will alter their life", adds Mokaram.

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তি হলো মোকারম বিল্লাহ

মোঃমোকারম বিল্লাহ শ্যামনগর উপজেলার বুড়ি গোয়ালিনী ইউনিয়নের পোড়াকাটলা গ্রামে বাবা মায়ের সাথে থাকে। তার বয়স ১৭ বছর। বাবা আব্দুল বারিক একজন সাইকেল মিস্ত্রি এবং মা মাসুরা বেগম একজন গৃহিনী। খোলপেটুয়া নদীর তীরে বেড়ে ওঠা মোকারম ইলেকট্রোনিক্স ও মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য সিবিসিপিসি সদস্যদের সহায়তায় শ্যামনগর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাণ্ড কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর পারিবারিক অনটনের কারনে মোকারম পড়ালেখা বন্ধ করে নদীতে মাছ ধরা ও বাবার সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ শুরু করে। ২০২১ সালে যখন উত্তরণ এডুকো বাংলাদেশের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ন শিশুশ্রম নিমূলকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঝরে পড়া ও ঝুঁকিপূর্ন কাজের সাথে যুক্ত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে তখন মোকারম ব্রিজ স্কুলে যোগ দেয় এবং ৩ মাসের কারিগরি প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করে। ইলেকট্রোনিক্স ও মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষনের ফলে স্বপ্নের সিড়িতে হাটা শুরু করে মোকারম বিল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষ করার পর মোকারম বুঝতে পারে যে সে যদি এই প্রশিক্ষনের দক্ষতা ভালোভাবে অর্জন করে তবে ভবিষ্যতে একটি বড় সুযোগ পেতে পারে। আর এই দক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে কারিগরি স্কুল এবং কলেজে ভর্তি হতে হবে। সংসারে অভাব থাকলেও তার বাবা ও বড় ভাই ভ্যান ও সাইকেল মেরামত করে যা আয় করে তাতে সংসার চলে মোটামুটি। তাই সে তার লেখাপড়ার ইচ্ছার কথা বাবা মা ও ব্রিজ স্কুলের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। ব্রিজ স্কুলের শিক্ষক শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের সহায়তায় মোকারমকে শ্যামনগর টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়।

বর্তমানে মোকারম টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজে অধ্যয়নরত এবং পড়াশুনার পাশাপাশি বাবার সাথে সাইকেল মেরামতের কাজের পাশাপাশি ইলেকট্রোনিক্স এর কাজ করে আয় করে। তার বাবা ইলেকট্রোনিক্সে কাজে অভিজ্ঞ তাই তিনি মোকারমকে সাহায্য করতে পারেন।

টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজে ভর্তি হয়ে মোকারম খুব খুশি। সে ইলেকট্রোনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সে মনে করে উত্তরণ ও এডুকো বাংলাদেশের সহযোগীতার কারনে তার এই স্বপ্নের সিড়িতে হাটার সুযোগ তৈরী হয়েছে। মোকারম বলে "আমি মনে করি এই ধরনের কারিগরি শিক্ষার সাথে যুক্ত হলে অন্য সব ঝরেপড়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত শিশুদের জীবন বদলে যাবে।"

Jannatul Naim Mim
wants to be a successfu entrepreneur

Gabura Union is a well-known name in the Bangladeshi Ministry of Disaster Management and Relief. It is in Shyamnagar Upazila in Satkhira District. The union, which is bordered by the rivers Kholpetua and Kapotakkha, is affected by a variety of natural disasters almost every year. People here therefore keep losing everything, including their homes, and become destitute. 18 years old Jannatul Naim Mim lives in Village No. 9 Sora of Gabura union- with his family.

When Mim was 6 years old, Cyclone Aila devastated everyone in the Gabura union, including her family. Since there were no resources, places to stay, or jobs in the afflicted area, they left Gabura and migrated to Shyamnagar. After two years, Mim's parents brought him back to Gabura and enrolled him in school. He managed to get through primary school despite hisfamily's financial difficulties, but he could never go to secondary school. There are nine people in his family altogether, including her grandparents, parents, and siblings. Although hisfatherworks as a day laborer and his older brother owns a pharmacy, it is difficult to support a large family and consequently Mim became compelled to start fishing,crabbing,and working as a day laborer to help his family.

Mim was enrolled in class 4 when the education program for childreninvolved in hazardous work under the child labor elimination project began in 2021. Despite having studied up to class 5 in the past, he forgot almost everything he had learned and therefore had no problem studying again in class 4. With the aid of this project, he not only completed studying in bridge school but also completed a three-month technical training program in electronics and mobile servicing. After finishing the training program, he set aside some of the moneyhe received from the program as travel expenses and, with the support of his family, started a mobile repair business next to his brother's pharmacy. His current monthly income is between 3000 and 3500 taka which he uses to support his family.Mim expresses his gratitude to Uttaran and Educo Bangladesh for providing him with the chance to take part in the technical training and further his education. He said, "The training has altered the way I think about things. I currently have a good job. I'll continue my work more carefully in the future and assist other children from low-income households in finding employment opportunities."

একজন সফল উদ্যোক্তা হতে চায়

জান্নাতুল নাইম মিম

বাংলাদেশের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের একটি সুপরিচিত নাম সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের গাবুরা ইউনিয়ন। ইউনিয়নটি খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়াই প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার হয়। ফলে এখানকার মানুষেরা মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি সহ সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এখানে ৯ নং সোরা গ্রামে পরিবারের সদস্যদের সাথে বাস করে জান্নাতুন নাইম মিম। বর্তমানে মিমের বয়স ১৮ বছর চলছে।

মিমের বয়স যখন ৬ বছর তখন ঘূর্নিঝড় আইলার আঘাতে তার পরিবার সহ পুরো গাবুরা ইউনিয়ন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন সম্পদ,আশ্রয় এবং কাজ না থাকায় তারা গাবুরা ছেড়ে শ্যামনগরে চলে আসে। ২ বছর পর মিমের পরিবার আবার গাবুরাতে ফিরে গেলে তার মা বাবা তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। অভাবের সংসারে কষ্টের মধ্য দিয়ে কোন রকমে প্রাথমিকের গন্ডি পারকরলেও মাধ্যমিকে আর যাওয়া হয়নি তার। দাদা,দাদি,মা বাবা ও ভাইবোন সহ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৯ জন। বাবা দিনমজুর,বড় ভাই ঔষধের দোকান চালায় তার পরও পরিবারের খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে বাধ্য হয়ে মিম মাছ ও কাকড়া ধরা এবং দিনমজুরের কাজ শুরু করে।

২০২১ সালে শ্রমজীবি শিশুদের নিয়ে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের আওতায় ঝুঁকিপূর্ন কাজের সাথে যুক্ত শিশুদের নিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হলে মিম সেখানে ৪ র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। অনেক আগে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়লেও সে তার লেখাপড়া প্রায় ভুলতে বসেছিল তাই ৪ র্থ শ্রেনীতে পড়তে তার কোন আপত্তি ছিলনা। ব্রিজ স্কুলে পড়ার পাশাপাশি সে এই প্রকল্পের সহায়তায় ইলেকট্রোনিকস ও মোবাইল সার্ভিসিং এর বিষয়ে ৩ মাসের কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পরপরই সে ট্রেনিং থেকে যাতায়াতের জন্য যে টাকা পেত তা থেকে কিছু সঞ্চয় করে এবং পরিবারের সহায়তায় তার ভাইয়ের ঔষধের দোকানের পাশে নিজে মোবাইল মেরামতের দোকান দিয়েছে। এখন তার প্রতি মাসে ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা আয় হয়। যেটা সে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারে।

মিম বলে আমাকে এই কারিগরি প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ দেওয়ার জন্য উত্তরণ ও এডুকো বাংলাদেশকে অনেক ধন্যবাদ। এই প্রশিক্ষনের কারনে আমার জীবনে চিন্তার পরিবর্তন হয়েছে। আমি এখন একটা ভালো কাজের সুযোগ পেয়েছি। আমি ভবিষ্যতে আমার কাজটাকে আরও সুন্দর করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং অন্য দরিদ্র পরিবারের সন্তানদেরকে কাজের সুযোগ তৈরীতে সহযোগীতা করব।

Fatema Khatun
hopes to become a teacher by pursuing education

Fatima Khatun was only 7 years old when she began taking care of children in other people's houses. At such a young age, she was burdened with taking after two children at the house of a wealthy man in Khulna for three difficult years. In exchange, she earned a meager salary that hardly covered her necessities for sustenance. She also frequently endured physical abuse on top of that. She begged her mother for help when she could no longer bear the pain, threatening to run away if she wasn't allowed to leave that place. When Fatima made her request, her mother brought her back home.

Fatema's mother, Salma Bibi, was the daughter of Nawabeki of Shyamnagar and was married in Kaliganj. Her mother and father traveled to India after their marriage, where they began to support the family by working. In India, Fatema and her two sisters were born. The youngest of the sisters is Fatema. Her mother and her father had a dispute shortly after the birth of the three sisters, leading to their divorce. Her mother then lost her bearings while raising three girls. This situation continued for a while. Later, her mother met a man named Kamrul Gazi in India who was from Sora village No. 9 in Gabura. Kamrul Gazi and his wife had a divorce. So, Salma Bibi and Kamrul Gazi remarried and began a family. Salma Bibi gave birth to Kamrul Gazi's son. She married off Fatema's elder sister in Tamil Nadu and brought Fatema and her other elder sister back to Bangladesh as the family grew. Fatema was entrusted with the care of children in the home of a wealthy man. She continued to look after the two kids despite being a young girl who needed assistance to care for herself. Because she was still a young child, she frequently made mistakes that led to physical abuse. It got to the point where Fatema was begging too much to be taken home to her mother who visited Bangladesh from time to time to inquire about her daughters. Fatema's mother brought her back to Gabura in March 2022 after three long years of hardship endured by Fatema. Now she lives with her middle sister and a five-year-old younger brother in Gabura. Her middle sister was also married off, but she broke up her marriage with her husband because she could not stand the pressure and torture of dowry by her husband. Their father is unable to visit Bangladesh as he doesn't have proper passport visa documents, but their mother has all the necessary documents, and she occasionally returns home to buy foods and groceries for the family. Fatema also earns some money by catching fish and crabs in the Kholpetua river.

Fatima studied all the way through first grade while she lived in India, but when she moved to Bangladesh, she was unable to continue her education. She enrolled in the second standard after moving to Gabura after learning that a school had been established for out-of-school kids like her. Fatima is overjoyed to be a part of this school. She claims that the teachers make them study really hard. She added that, "Here, we have a great time. I enjoy doing sports and drawing." Fatima aspires to pursue a teaching career. He hopes that Uttaran will run this initiative for a very long time so that the people of her area greatly benefit

লেখাপড়া শিখে শিক্ষক হতে চায়

ফতেমা খাতুন

ফতেমা খাতুন মাত্র ৭ বছর বয়সে অন্যের বাড়িতে বাচ্চা লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এত অল্প বয়সে দীর্ঘ তিন বছর খুলনার একজন ধনী মানুষের বাড়িতে দুইটি বাচ্চা পালনের দায়িত্ব অর্পন করা হয় তার উপরে। এর বিনিময়ে সে পেত নাম মাত্র পারিশ্রমিক বলা যায় এক প্রকার পেটে ভাতে। তবে শারিরীক নির্যাতন ছিল নিয়মিত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে আবেদন করল আমাকে এখান থেকে মুক্ত না করলে আমি পালিয়ে যেখানে খুশি চলে যাব। মা ফতেমার কথা রাখল তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল।

ফতেমার মা সালমা বিবি ছিল শ্যামনগরের নওয়াবেকীর মেয়ে, বিয়ে হয় কালিগঞ্জে। বিয়ের পর তার মা তার বাবার সাথে ভারতে চলে যায়। সেখানে যেয়ে দুজনে মিলে মজুরি দিয়ে সংসার চালায়। ভারতেই ফতেমারা তিন বোন জন্ম গ্রহণ করে। ফতেমা বোনদের মধ্যে ছোট। তিন বোনের জন্মের পরপরই তার বাবার সাথে তার মায়ের দ্বন্দ হয় এবং তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তখন তার মা তিন জন মেয়েকে নিয়ে দিশে হারা হয়ে পড়ে। এই ভাবে চলে বেশ কিছু দিন। পরে গাবুরার ৯ নং সোরা গ্রামের কামরুল গাজীর সাথে ভারতেই তাদের পরিচয় হয়। কামরুল গাজীর ও স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ছিল। সালমা বিবি ও কামরুল গাজী আবার বিয়ে করে সংসার শুরু করে। কামরুল গাজীর ঘরে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। সংসার অনেক ভারী হয়ে যাওয়ার কারনে ফতেমার মা ফতেমার বড় বোনকে তামিল নাড়ুতে বিয়ে দেয় এবং ফতেমা ও তার মেজ বোনকে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। ফতেমাকে খুলনার একটি বাসায় তাদের সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে রেখে দেয়। ছোট মানুষ ফতেমা যার নিজেরই দেখাশুনার জন্য অন্য কারওর সহযোগীতা লাগে সেখানে সে দুইজন বাচ্চার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ছোট মানুষ তাই ভুল ভ্রান্তি হত একটু বেশী আর ফল হিসাবে পেত শারিরীক নির্যাতন। ফতেমার মা মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসত তার মেয়েদের খবর নেওয়ার জন্য। একবার ফতেমা তাকে খুব বেশী অনুরোধ করল এখান থেকে মুক্ত করার জন্য। দীর্ঘ তিন বছর এই কষ্ট সহ্য করার পর ২০২২ সালের মার্চ মাসে ফতেমার মা তাকে গাবুরাতে ফিরিয়ে আনে। এখানে তার মেজ বোন ও ছোট ভাই থাকে। মেজ বোনটাকে এখানে বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু যৌতুকের চাপ ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর মধ্যে মা বাবা তার ৫ বছরের ছোট ভাইটাকেও বাড়িতে রেখে গেছে। বর্তমানে দুই বোন ও এক ভাইয়ের সংসার তাদের। বাবার পাসপোর্ট ভিসা না থাকার কারনে তিনি বাংলাদেশে আসতে পারেন না তবে মায়ের সব ডকুমেন্ট থাকায় তিনি মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে সন্তানদের খরচের টাকা এবং চাল,ডাল ও মুদি মালামাল কিনে দিয়ে যান। ফতেমাও খোলপেটুয়া নদীতে মাছ ও কাকড়া ধরে কিছু আয় করে।

ফতেমা ভারতে থাকার সময় প্রথম শ্রেনীটা শেষ করে বাংলাদেশে আসার পর আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়না তার। তাই চলতি বছর মার্চমাসে সে গাবুরাতে ফিরে আসার পর যখন জানতে পারল যে তার মত স্কুলে না যাওয়া শিশুদের জন্য একটি স্কুল তৈরী করা হয়েছে সেখানে সে ২য় শ্রেনীতে ভর্তি হয়। ফতেমা এখানে ভর্তি হতে পেরে খুবই আনন্দিত। সে বলে আমার শিক্ষকেরা খুব যত্ন করে আমাদের লেখাপড়া করান। আমরা এখানে অনেক আনন্দ করি। ছবি আঁকা ও খেলাধূলা করি। ফতেমা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হতে চায়,শিক্ষক হতে চায় সে। সে চায় উত্তরণ এই কার্যক্রম দীর্ঘদিন পরিচালনা করুক তাহলে এলাকার মানুষদের অনেক উপকার হবে।

Khalid Hasan
wants to continue his education

The village of Jhapali is in Kashimari Union in Shyamnagar upazilla under Satkhira district along the Kholpetuya River. 13 years old Khalid Hasan resides in this village with his mother and younger sister on just three decimals of govern-ment-owned land.

Khalid's parents sepa-rated when he was just 8 years old. Since that time, his mother has been living in her father's home and making a living by fishing and working as a day laborer. Her mother had a very tough time providing for food and other needs of her two children. How can other needs be met when people don't get three meals a day? The older of the two children is Khalid. He began fishing and collecting crabs to help his mother and younger sister, as he is fatherless. He completed up to class 3 of study and becameirregular to school afterwards. He didn't routinely attend classes or take tests. His studies thus soon come to a halt.When Uttaran constructed the bridge school in their Jhapali village for children engaged in dangerous work, Khalid's mother encour-aged him to attend the school. So, he enrolled in the Jhapali Bridge School and started his regular studies. Khalid claims that at Bridge School, he receives a proper education using as well as educa-tion material such as notepads and pens. He is not required to pay extra for any other teachers.But the needs and wants of hisfamilystill making it tough for him to pursue his studies further. Her mother is a divorcee, and she has speech impairment problem;the family cannot survive only on what she makes. The younger sister attends a government elementary school and is in class 4. There's also the cost of her education to be borne. So, Khalid has to go fishing and crab-catchingregularly to solve all of these issues. He attends school during class hours and works as a fish and crab catcher the rest of the day.Even though it is challenging, Khalid wants to continue his studyas well as his sister's. He believes that it would have been simpler to provide for his family's needs if they are helped with some income-generating activities.

লেখাপড়া করতে চায়
খালিদ হাসান

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় কাশিমাড়ী ইউনিয়নের খোলপেটুয়া নদীর তীরে অবস্থিত ঝাঁপালি গ্রাম। এখানে মাত্র ৩ শতক সরকারী খাস জমিতে মা এবং ছোট বোনের সাথে বসবাস কওে খালিদ হাসান। তার বয়স ১৩ বছর।

খালিদের বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন তার বাবা মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সেই থেকে তার মা বাবার বাড়িতে থাকত এবং নদীতে মাছ ধরে ও দিনমজুরী দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। দুই জন সন্তানের খাওয়া দাওয়া এবং অন্যান্য খরচ মেটানো ছিল তার মায়ের জন্য খুবই কঠিন কাজ। যেখানে তাদের তিনবেলা খাওয়া হয়না সেখানে অন্য চাহিদা মেটাবে কিভাবে? দুই ভাইবোনের মধ্যে খালিদ বড়। একটি পিতৃহীন পরিবারে খালিদ তার মা এবং ছোট বোনকে সহযোগীতার জন্য নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার কাজ শুরু করে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তার পড়ালেখা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়না এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনা। এভাবে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ঝাঁপালি গ্রামে ঝুঁকিপূর্ন কাজের সাথে যুক্ত শিশুদের নিয়ে উত্তরণ ব্রিজ স্কুল তৈরী করলে তার মা তাকে স্কুলে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। সে ঝাঁপালি ব্রিজ স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া শুরু করে। খালিদ বলে ব্রিজ স্কুল থেকে সে খাতা,কলম সহ ভালো লেখাপড়া পায়। তার অতিরিক্ত কোন শিক্ষকের কাছে টাকা দিয়ে পড়া লাগেনা।

সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায় কিন্তু পরিবারে অভাবের কারনে সেটি খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ তার মা বাকপ্রতিবন্ধী এবং স্বামী পরিত্যাক্তা। সে যা আয় করে তাতে সংসার চলেনা। ছোট বোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তার লেখাপড়ার খরচ আছে। এই সকল সমস্যার কারনে খালিদকে মাছ এবং কাকড়া ধরতে হয়। যখন স্কুলের সময় থাকে তখন খালিদ স্কুলে আসে বাকী সময় নদীতে মাছ ও কাকড়া ধরে।

খালিদ চায় কষ্ট করে হলেও নিজের এবং বোনের লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। তবে সে মনে করে তার পরিবারকে যদি কিছু আয়মুলক কাজের জন্য সহযোগীতা করা যেত তাহলে পরিবারের চাহিদাগুলো পূরন করা সহজ হত।

Tahanuzzaman
is now studying in Government Primary School from Bridge School

Md. Tahanuzzaman is 11 years old. His father's name is Md. Abul Hossain and mother's name is Rahima Begum. Tahanuzzaman was born into a poor family in the village of West Porakatla in the Burigoyalini Union of Shyamnagar Upazila underSatkhira district. As a result of his father's inability to work due to disability, Tahanuzzaman had to experience numerous financial difficulties as a child.

Tahanuzzaman's parents enrolled him at Kalbari Government Primary School when he was 6 years old. However, due to the distance between his home and the school, he rarely attended. He excelled in school and so despitenot attending regular classes, he got promoted from second to third class. The motorbike tragedy involving his father abruptly put an end to his academic pursuits. Then he started out as a full-time employee in fish farms. His duties included feeding the fish on a regular basis, keeping an eye on the fish enclosure, and gathering young fish from the river. He ended up forgetting all he had learned in school and chose to work on a fish farm instead, and this situation continued for two years.

In 2021, Tahanuzzaman's name was included in the list of dropout children prepared by the NGO Uttaran and supported by Educo Bangladesh. He was then admitted in the bridge school in class 4 and continued his education besides working in a fish farm. He started doing well in school.CBCPC member Nur Islam thought Tahanuzzaman should be admitted in government primary school again. When his parents were informed about this suggestion, they expressedinterestin this. Tahanuzzaman was admitted in Kalbari Primary school in class 5, and he started attending his class regularly.However, hemust work as well to support his family. If he faces any problem in his school, he goes to Bridge school for suggestion.

Pankaj Kumar, the head teacher of Kalbari Government Primary School, Burigoalini said that"Tahanuzzaman has been coming to school regularly since his admission in 5th class and is doing well. I wish for the sustainability of this program for school dropout childrenby the NGO Uttaran.Uttaran works to link children who don't attend school with government schools by providing them education. Children's dropout rates are thus declining. Many kids in our area don't attend school, and they go to different places with their parents to engage themselves in seasonal work.We work to persuade each of these parents to send their children to school. Moreover, Uttaran also meets with each of these families. I hope that our efforts will all yield fruit."

Tahanuzzaman is delighted to have been accepted into the primary school. He wants to focus on his studies rather than working on a fish farm. He wants to solve his problems in bridge school, so he won't have to pay for private tuition. He hopes that by studying, he will become a better person and serve as an example for others.

এখন ব্রিজ স্কুল থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে তাহানুজ্জামান

মোঃ তাহানুজ্জামান,বয়স ১১ বছর। পিতা মোঃ আবুল হোসেন ও মাতা রহিমা বেগম। তাহানুজ্জামান সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নে পশ্চিম পোড়াকাটলা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা শারিরীক প্রতিবন্ধী ছিলেন তাই তিনি নিয়মিত উপার্জন করতে পারেন না ফলে বিভিন্ন আর্থিক সমস্যায় বড় হতে হয় তাহানুজ্জামানকে।

৬ বছর বয়সে তাহানুজ্জামানকে তার বাবা মা কলবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। বাড়ি থেকে স্কুল অনেক দুরে হওয়ায় সে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারতনা। সে খুব মেধাবী ছাত্র ছিল তাই নিয়মিত ক্লাস করতে না পারলেও তাকে ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে উত্তীর্ন করা হয়। হঠাৎ তার বাবার মটরসাইকেল দূর্ঘটনা ঘটলে তার লেখাপড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সে সার্বক্ষনিক কর্মী হিসাবে মাছের ঘেরে কাজ শুরু করে। তার কাজ ছিল নিয়মিত মাছের খাবার দেওয়া,ঘের দেখাশুনা করা এবং নদী থেকে মাছের রেনু সংগ্রহ করা। স্কুলে যা শেখা সব ভুলে গিয়ে সে মাছের খামারের কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করল। ২০২১ সালে এডুকো বাংলাদেশের সহায়তায় উত্তরণ সংস্থা ঝরেপড়া শিশুদের তালিকা তৈরী করলে তাহানুজ্জামানের নাম তালিকাভূক্ত হয়। সে ব্রিজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেনীতে ভর্তি হয়। মাছের ঘেরে কাজ করার পাশাপাশি সে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। সে ব্রিজ স্কুলে ভালো লেখাপড়া করতে থাকে। সিবিসিপিসি সদস্য নূর ইসলাম মনে করেন তাহানুজ্জামানকে আবার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত। তার বাবা মায়ের সাথে এই বিষয়ে কথা বললে তারা আগ্রহী হন। তাহানুজ্জামান কলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সে নিয়মিত স্কুলে যায় তবে পরিবারের প্রয়োজনে তাকে কাজও করতে হয়। তার স্কুলে কোন সমস্যা হলে ব্রিজ স্কুলে এসে সমস্যার সমাধান করে যায়।

শ্যমনগরের বুড়িগোয়ালিনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ কুমার জানান, আমাদের বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তাহানুজ্জামান নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে এবং ভালো লেখাপড়া করছে। উত্তরণ কতৃক আয়োজিত ঝরেপড়া শিশুদের নিয়ে স্কুল পরিচালনা করা এই কর্মসূচীর স্থায়িত্ব কামনা করি। উত্তরণ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে স্কুলে না যাওয়া শিশুদেরকে সরকারী স্কুলের সাথে সংযুক্ত করে। ফলে শিশুদের ঝরেপড়ার হার কম হচ্ছে। আমাদের এলাকায় অনেক শিশু আছে যারা স্কুলে আসেনা এবং মৌসুমি কাজের সময় তাদের বাবা মায়ের সাথে অন্য এলাকায় কাজ করতে যায়। আমরা এই সকল অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করি। উত্তরণও এই পরিবারের সদস্যদের সাথে মিটিং করে। আশা করি আমরা সবাই আমাদের প্রচেষ্টায় ভালো ফল পাব।

তাহানুজ্জামান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরে খুব খুশি। মাছের ঘেরে কাজ না করে লেখাপড়ায় মন দিতে চায় সে। ব্রিজ স্কুলের মাধ্যমে তার পড়ালেখার সমস্যাগুলো মেটাতে চায় যাতে তার প্রাইভেট খরচের প্রয়োজন না হয়। এভাবে সে লেখাপড়া করে ভালো মানুষ হতে চায় এবং সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।

Uttaran

FUNDACIÓN ADEY

educo
education heals
Member of ChildFund Alliance